প্রথম আলো

14 AUG 2008
৩

বৃত্তি পরীক্ষায় কেউ পাস করেনি

চার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কারণ দর্শাতে বলা হবে

ফুজ্জামান পিন্টু

মিক বৃত্তি পরীক্ষায় প্রায় চার হাজার সরকারি বেসরকারি বিদ্যালয় থেকে একজন শিক্ষার্থীও পাস তে পারেনি। এসব বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা য়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

কয়েক বছর ধরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় একজন শিক্ষার্থীও করেনি এমন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার দ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে আসছে। ব্যবস্থার মধ্যে ছে কারণ জানতে চাওয়া, সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানের পথ দেখানো এবং তার পরও পড়ার মান না বাড়লে শিক্ষকদের এমপিও ন করা।

জানা যায়, এ বছর প্রায় এক হাজার ৭০০ রি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রায় দুই হাজার টি নিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পরীক্ষায় কেউ পাস করেনি। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এসব বিদ্যালয় চিহ্নিত করে প্রথমে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নজরুল ইসলাম বান *প্রথম আলোকে* বলেন, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজে শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ায় কিছুটা সুফল পাওয়া গেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে থাকতে পারে না বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। মহাপরিচালক বলেন, বৃত্তি পরীক্ষায় পাসের হার ও বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে। কিন্তু এর পাশাপাশি শূন্যভাগ পাসের প্রতিষ্ঠানগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলোর মান বাড়ানোর দিকে এবার নজর দেওয়া হবে।

গত এপ্রিল মাসে বৃত্তি পরীক্ষার এই ফল প্রকাশিত হয়। পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল পাঁচ লাখ এক হাজার ১০ জন শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে তিন লাখ ৯৮ হাজার ৩০৩ জন শিক্ষার্থী সব বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। পাসের পড় হার ৭৯ দশমিক ৫০ শতাংশ। ২০০৬ সালে পাসের মোট হার ছিল ৭০ দশমিক ৪৩ শতাংশ। এ বছর মোট ১৯ হাজার ৯৭৭ জন শিক্ষার্থী ট্যালেন্টপুলে এবং ৩০ হাজার ১৯১ জন শিক্ষার্থী সাধারণ বৃত্তি পেয়েছে।

ফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা এখন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের মতো পাবলিক পরীক্ষায় রূপ নিয়েছে। এ বছর প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রায় ৩৩ শতাংশ অংশ নেয়। আগামী বছর যাতে ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সেই উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে।

জানা যায়, বৃত্তি পরীক্ষায় ৮০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ৩৮ হাজার ৬৯০ বা ১০ দশমিক ৭৫ শতাংশ শিক্ষার্থী। ৩৩ থেকে ৫০ নম্বর পেয়েছে ৮২ হাজার ৯৬৬ বা ২৩ দশমিক ৬ শতাংশ, ৫১ থেকে ৬০ নম্বর পেয়েছে ৯২ হাজার ২৫৭ বা ২৫ দশমিক ৬৪ শতাংশ এবং ৬১ থেকে ৮০ নম্বর পেয়েছে এক লাখ ৪৫ হাজার ৯১২ বা ৪০ দশমিক ৫৫ শতাংশ শিক্ষার্থী। এই ভালো ফলের পাশাপাশি প্রায় চার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কেউ পাস করতে পারেনি।

দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৬৭১ এবং নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯ হাজার ৪২৮টি।